A-4192

নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

তারাইল-পাঁচুরিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ (২য় পর্যায়) প্রকল্প

কৃষি, পল্লী উন্নয়ন ও গবেষণা সেক্টর
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরামর্শক
প্রকৌশলী মো: আতিকুল ইসলাম

জুন, ২০১৫খ্রি:

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষি নির্ভর। উপকূলীয় অঞ্চলে বন্যা, জলাবদ্ধতা, জোয়ার-ভাটার সময় লবনাক্ত পানি প্রবেশের কারণে ফসল উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সবচেয়ে বেশী। বাংলাদেশের নদীগুলোতে পানি প্রবাহের পরিমাণ হ্রাস, নদী ভরাট, লবণাক্ত পানির প্রবেশ প্রভৃতি কারণে উপকূলীয় অঞ্চলে সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা কার্যকর নয়। ফলে প্রতি বছর কৃষকগণ কাঙ্খিত ফসল উৎপাদন করতে পারে না। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সরকারের একটি মৌলিক দায়িত্ব। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বর্তমান সরকার কৃষি ভিত্তিক প্রকল্পসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে যার ফলে খাদ্য উৎপাদনে দেশ স্বয়ম্ভরতা অর্জন করছে।

প্রকল্প পরিচিতি:

গোপালগঞ্জ জেলার সদর, টুংগীপাড়া ও কোটালীপাড়া উপজেলায় বন্যা প্রতিরোধ, জলাবদ্ধতা হ্রাস, সেচ সুবিধা প্রদান, নদী ভাঙ্গন রোধ এবং জোয়ার ভাটার সময় লবনাক্ত পানির প্রবেশ রোধ করে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা দীর্ঘ দিনের। সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে আশির দশকে এ এলাকাকে ছয়টি পোল্ডারে বিভক্ত করে ক্ষুদ্র পরিসরে সেচ ও নিষ্কাশন সুবিধা প্রদান করা হয়। এর পর দীর্ঘ সময় ধরে এলাকার কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নে পানি ব্যবস্থাপনামূলক কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়নি। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে এলাকার দারিদ্র্য বিমোচনে "তারাইল- পাঁচুরিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ (২য় পর্যায়)" প্রকল্পটি ২০১০ সালে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

প্রকল্পটির অনুমোদিত ব্যয় ২৮১.৪৫ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়ন মেয়াদ মার্চ, ২০১০ হতে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত। তবে প্রকল্পটির মেয়াদ আরও ২(দুই) বছর বৃদ্ধির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো: (১) ২১৩০০ হেক্টর এলাকায় সম্পূর্ণ বন্যা নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিতকরণ; (২) উন্নত নিষ্কাশন ও সেচ সুবিধার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং (৩)প্রকল্প এলাকায় লবনাক্ত পানির প্রবেশ রোধ, নদী ভাঙ্গন রোধ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ।

নিবিড় পরিবীক্ষণের পটভূমি:

আইএমইডি কর্তৃক রাজস্ব/উন্নয়ন বাজেটের আওতায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের চলতি প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। কিছু নির্বাচিত প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম আইএমইডি কর্তৃক আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমেও সম্পন্ন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় নির্বাচিত "তারাইল- পাঁচুরিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়)" নিবিড় পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে পরামর্শক নিয়োগ দেয়া হয়।

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা পদ্ধতি:

প্রকল্পের আওতাভুক্ত ৩টি উপজেলায় ৫টি পোল্ডারে নিবিড় পরিবীক্ষণের আওতায় দৈব চয়নের ভিত্তিতে জরিপ কাজ পরিচালনা করা হয়েছে। তিনটি উপজেলায় পোল্ডারভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী জরিপ কাজটি সংখ্যাগত ও গুণগত পদ্ধতির সমন্বয়ে সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রতিটি পোল্ডারে ২০ জন করে কৃষকসহ বিভিন্ন পেশাজীবীর মোট ১০০ জন লোকের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে নমুনা প্রশ্নপত্র পূরণ করা হয়েছে। ডিপিপিতে উল্লেখিত ডিজাইনের সাথে সঙ্গতি রেখে নির্মাণাধীন বোটপাস, স্লুইস গেইট, রেগুলেটর, পাইপ ইনলেট, বাঁধ ইত্যাদির মিল আছে কিনা তা অনুসন্ধান করা হয়েছে। এ ছাড়া দৈব চয়নের ভিত্তিতে পোল্ডারের বাঁধ ও হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার বাছাই করে গুণগত মান ও কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয়েছে। উপাত্ত সংগ্রহকারীগণ চেকলিস্ট অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পোল্ডারের প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহ করে নমুনা প্রশ্নপত্র পূরণ করেছেন। পরামর্শক নিজে পোল্ডার-৫ এর বাঁধ নির্মাণ কাজ, বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য বিদ্যমান পোল্ডার- ২, ৩, ৪-এর বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ, শ্যানের চর, পাটগাতি-গীমাডাঙ্গা, সিঙ্গিপাড়া, দীঘিরকূল, পয়সারহাট খাল পুন: খনন কাজ, বর্ণি-দক্ষিণ পাড়া ও পোল্ডার-৪ এ পাইপ ইনলেট, ১-৫ নম্বর পোল্ডারে ১০টি ফ্লাশিং রেগুলেটর, ২টি বোটপাস রেগুলেটর এবং মেরামতের আওতায় ৫টি রেগুলেটরসহ নদীতীর সংরক্ষণমূলক কর্মকান্ডও পরিদর্শন করেছেন। তা ছাড়া মাঠ পর্যায়ে উপাত্ত সংগ্রহকারীদের কাজ মনিটরিং এবং সেকেন্ডারী উপাত্ত সংগ্রহে প্রকল্প এলাকাসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন।

নিবিড় পরিবীক্ষণে প্রাপ্ত প্রধান ফলাফল:

(১) প্রকল্পের সামগ্রিক অগ্রগতি: মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১২৮.৬১ কোটি টাকা যা প্রকল্প ব্যয়ের ৪৫.৭০% এবং উল্লিখিত সময়ে বাস্তব অগ্রগতি হলো ৫৩.০১%।

(২) ক্রয় সংক্রান্ত কার্যাবলী পর্যালোচনা: প্রকল্পে ১১৫টি প্যাকেজের আওতায় ভৌত কাজের দরপত্র আহ্বান করা হয়। এর মধ্যে ৫৭টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত, ৪৮টি প্যাকেজের কার্যক্রম চলমান এবং ১০টি প্যাকেজের কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে। ক্রয় কাজের টেন্ডার ডকুমেন্ট পরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, ক্রয় কার্যক্রমে পিপিএ: ২০০৬ এবং পিপিআর: ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে। তবে অনুমোদিত ডিপিপি-তে বর্ণিত প্যাকজকে বিভাজন করে ছোট ছোট করে টেন্ডার করা হয়েছে যা পিপিআর –এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

পর্যবেক্ষণ

প্রকল্পটি একটি এফসিডিআই প্রকল্প যা পরিবেশগত দিক বিবেচনায় লাল Category ভুক্ত। কিন্তু বিস্তারিত সমীক্ষা ছাড়াই প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে দেখা গেছে যে, প্রকল্পের আওতায় নির্মিত রেগুলেটরগুলো পরিচালনা করা সহজ নয় এবং প্রয়োজনের সময় অনেক ক্ষেত্রেই তা পরিচালনা করা হয় না। ফলে যে উদ্দেশ্যে রেগুলেটর নির্মিত হয়েছে তা যেমন ব্যহত হচ্ছে তেমনি পোল্ডার এলাকার ফসল প্রায়ই ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। পোল্ডারে নির্মিত embankment ফসলী জমি হতে গড়ে ২.৯-৩ মি. উঁচু। উঁচু হওয়ার ফলে কৃষকের embankment অতিক্রম করে ফসল পরিবহনে সমস্যা হচেছ। অন্যদিকে পোল্ডারের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রেগুলেটর থাকায় অর্থাৎ বোটপাস না থাকায় নৌকায় করে কৃষকেরা ফসল পরিবহণ করতে পারছেন না। ডিজাইন অনুযায়ী বাঁধ নির্মাণ করা হয়নি। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে embankment ঢাল কম দেয়া হয়েছে। ফলে embankment গুলোর আয়ুষ্কাল (longevity) স্বাভাবিক আয়ুষ্কালের চেয়ে অনেক কম হবে। বন্যার সময় embankment হঠাৎ ভেঙে গিয়ে ফসলের ক্ষতি হতে পারে। কোন embankment ই ক্যাম্বারিং করা হয়নি। ফলে embankment –এর ক্রেস্টে পানি

জমে embankment কে দুর্বল করছে। যে সকল হাইড্রোলিক অবকাঠামো মেরামত করা হয়েছে সেগুলোর উপর কোন পূর্ব প্রতিবেদন নেই। এ কারণে মেরামতের সঠিকতা এবং যথার্থতা নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি।

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত রেগুলেটর অপারেট-এর জন্য প্রয়োজনীয় জনবল না থাকায় সময়মত গেট উঠানো-নামানো সম্ভব হচ্ছে না। ফলে রেগুলেটর হতে কাঙ্খিত সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে না। হঠাৎ বন্যা বা বৃষ্টি হলে প্রকল্পের চলমান কার্যক্রমে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে। প্রকল্প পরিচালকসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ঘন ঘন বদলী প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতিকে মন্থর (Slow) করছে।

সুপারিশমালা:

(১) বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে EIA (Environmental Impact Assessment), SIA (Social Impact Assessment) সহ বিস্তারিত সমীক্ষা সম্পাদন করা প্রয়োজন;

(২) রেগুলেটরের গেটগুলি সহজে পরিচালনার জন্য গেটগুলির নির্মাণ উপাদান অপেক্ষাকৃত হালকা ও Anti corrosive material-এর হওয়া প্রয়োজন। সে সঙ্গে গেট উঠানো নামানোর পদ্ধতিটি সহজসাধ্য করা দরকার। প্রয়োজনের সময় যাতে গেট উঠানো নামানো যায় সে জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণসহ প্রশিক্ষিত কিন্তু পুরোপুরি অস্থায়ী জনবল তৈরী রাখা ও তাদের Service নেয়া সমীচীন ;

(৩) ইতোমধ্যে নির্মিত Embankment-এর আকার ডিজাইন অনুযায়ী করতে পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বিধি মোতাবেক জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক ;

(৪) পুনর্বাসনের জন্য নির্বাচিত হাইড্রোলিক স্ট্রাকচারসমূহ পুনর্বাসনের/মেরামতের পূর্বে পূর্ণাঙ্গ ইনভেন্ট্রি ও ডকুমেন্টেশন হওয়া প্রয়োজন । সে সঙ্গে, নির্মাণের মাত্র ১৩-১৪ বছর পর যে কারণে পাথুরিয়া বোট-পাস্ রেগুলেটরে বড় মাপের (টা: ৯০.০০লক্ষ মূল্যের) মেরামতের প্রয়োজন হল তা উদ্ঘাটন হওয়া অত্যাবশ্যক ;

(৫) প্রয়োজন অনুসারে সাধারণ ড্রেনেজ রেগুলেটরের পরিবর্তে বোটপাস-এর সংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা যাচাই করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিয়ে ডিপিপি সংশোধনপূর্বক কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে ;

(৬) অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা প্রয়োজন। ক্রয় পরিকল্পনা সংশোধনের প্রয়োজন হলে তা সংশোধনপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নেয়া প্রয়োজন ;

(৭) বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প গ্রহণ করার পূর্বে বিস্তারিত সমীক্ষা সম্পাদনপূর্বক গ্রহণ করা প্রয়োজন ;

(৮) প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্ট সম্পদ Revenue খাতে নেয়ার পর তার পূর্ণ হিসাবের বিষয়টি নিশ্চিত করা যেতে পারে। অর্থাৎ প্রতিবছর এগুলোর ইনভেন্ট্রি করা ও বুকভ্যালু নিরূপণ করার বিষয়টি নিশ্চিত করা প্রয়োজন এবং

(৯) RAC (Regional Accounting Centre) অফিসের হিসাব সংরক্ষণ প্রণালী আরও সহজ করা প্রয়োজন। অর্থাৎ ব্যাংকের হিসাব সংরক্ষণ প্রণালীর মত RAC-এর হিসাব সংরক্ষণ প্রণালীও যুগের চাহিদার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করা দরকার।

"তারাইল- পাঁচুরিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ (২য় পর্যায়)" প্রকল্পটি একটি সময়োপযোগী প্রকল্প। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দেশের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

অধ্যায়-৬
সুপারিশ

৬.১ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত জমির অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে অনুরোধ করা যেতে পারে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য যে সকল জমি এখনও অধিগ্রহণের প্রস্তাব করা হয়নি তা অবিলম্বে পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক দাখিল করা আবশ্যক ;

৬.২ অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা প্রয়োজন। ক্রয় পরিকল্পনা সংশোধনের প্রয়োজন হলে তা সংশোধনপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নেয়া প্রয়োজন ;

৬.৩ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দকৃত অর্থ কাজের গুণগত মান বজায় রেখে ব্যবহারের বিষয়ে প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে আরও তৎপর হওয়া প্রয়োজন ;

৬.৪ বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প গ্রহণ করার পূর্বে বিস্তারিত সমীক্ষা সম্পাদন করা প্রয়োজন;

৬.৫ ইতোমধ্যে নির্মিত Embankment-এর আকার ডিজাইন অনুযায়ী করতে পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বিধি মোতাবেক জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক ;

৬.৬ রেগুলেটরের গেটগুলো সহজে পরিচালনার জন্য গেটগুলোর নির্মাণ উপাদান অপেক্ষাকৃত হালকা ও Anti corrosive material-এর হওয়া প্রয়োজন। সে সঙ্গে গেট উঠানো নামানোর পদ্ধতিটি সহজসাধ্য করা দরকার। প্রয়োজনের সময় যাতে গেট উঠানো নামানো যায় সে জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণসহ প্রশিক্ষিত কিন্তু পুরোপুরি অস্থায়ী জনবল তৈরী রাখা ও তাদের Service নেয়া সমীচীন ;

৬.৮ প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্ট সম্পদ Revenue খাতে নেয়ার পর তার পূর্ণ হিসাবের বিষয়টি নিশ্চিত করা যেতে পারে। অর্থাৎ প্রতিবছর এগুলোর ইনভেন্ট্রি করা ও বুকভ্যালু নিরূপণ করার বিষয়টি নিশ্চিত করা প্রয়োজন ;

৬.৯ RAC (Regional Accounting Centre) অফিসের হিসাব সংরক্ষণ প্রণালী আরও সহজ করা প্রয়োজন। অর্থাৎ ব্যাংকের হিসাবরক্ষণ প্রণালীর সাথে সামঞ্জস্য করে RAC-এর হিসাবরক্ষণ প্রণালীও যুগের চাহিদার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করা দরকার;

৬.১০ মেরামতযোগ্য কাঠামোতে সরকারি অর্থ ব্যয় করার পূর্বে তার পূর্ণাঙ্গ ইনভেন্ট্রি করাসহ তার ডকুমেন্টশন হওয়া বাঞ্ছনীয়। সে সঙ্গে মেরামতের প্রয়োজন হওয়ার কারণও লিপিবদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ ছাড়া, নির্মাণের মাত্র ১৩-১৪

বছরের মধ্যে, যে কারণে পাথুরিয়া বোট-পাস্ রেগুলেটরে বড় মাপের মেরামতের (মূল্য টা: ৯০.০০লক্ষ মাত্র) প্রয়োজন হলো তা উদ্ঘাটন হওয়াও অত্যাবশ্যক ;

৬.১২ প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তাগণকে প্রকল্প চলাকালীন সময়ে বিশেষ কারণ ব্যতীত বদলী পরিহার করতে হবে ;

৬.১৩ বাঁধ নির্মাণ/নদী/খাল খনন/পুন: খননকালে তার দৈর্ঘ্যের প্রতি কিলোমিটারে পোল্ডার নম্বর, চেইনেজ, নদী/খালের Cross Section (Gradient, side slope, bottom width, Top width, খনন হতে উত্তোলিত মাটি রাখার স্থান) লেখা সম্বলিত সাইন বোর্ড রাখা প্রয়োজন ;

৬.১৪ Embankment-র উপরে উঠার কাজটি সহজসাধ্য করার প্রয়োজনে উপযুক্ত ডিজাইনের সিঁড়ি তৈরী করা প্রয়োজন এবং

৬.১৫ Borrow Pit-এ দেশী জাতের মাছ চাষের সঙ্গে সঙ্গে হাঁস পালনও করা যেতে পারে। কোন্ কোন্ প্রজাতির মাছ এ Borrow Pit -এ ভালো জন্মে তা মৎস্য অধিদপ্তরের সহযোগিতায় জানা যেতে পারে। তবে এর জন্য ভেসাল-এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।